POST GRADUATE CERTIFICATE IN BANGLA-HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2021

एम.टी.टी.-003 : बांग्ला-हिन्दी के विभिन्न भाषिक क्षेत्रों में अनुवाद

समय : 3 घण्टे *अधिकतम अंक : 100*

नोट : ***सभी*** *प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।*

1. सरकारी पत्रों/परिपत्रों और विज्ञप्तियों का अनुवाद करते समय किस प्रकार की सावधानियाँ बरती जानी चाहिए ? उदाहरण सहित समझाइए । *20*

अथवा

विज्ञापनों का अनुवाद करना साहित्यिक अनुवाद की अपेक्षा किस प्रकार जटिल होता है ? विज्ञापनों के अनुवाद में आने वाली कठिनाइयों के बारे में सोदाहरण समझाइए ।

2. निम्नलिखित बांग्ला शब्दों में से किन्हीं ***पाँच*** के हिन्दी पर्याय लिखिए : *5*

চাষ, হিংসা, মতামত, স্বাধীনতা, প্রকল্প, সেখানে, ধমক, অভিযোগ, শতবর্ষ, বিহঙ্গ

3. निम्नलिखित हिन्दी शब्दों में से किन्हीं ***पाँच*** के बांग्ला पर्याय लिखिए : *5*

औज़ार, गाड़ीवान, शादी, निशान, निदेशालय, ग़लतफ़हमी, शायद, कौन, प्यास, वास्तव में

4. निम्नलिखित में से किन्हीं ***पाँच*** शब्दों के बांग्ला में अर्थ बताइए और उनका हिन्दी और बांग्ला वाक्यों में अलग-अलग प्रयोग कीजिए : *20*

संघर्ष, तेजी, नौकरी, विनती, चमत्कार, अंक, कहानी, पसंद, संदेश, यातना

5. निम्नलिखित में से किन्हीं ***चार*** के हिन्दी में अनुवाद कीजिए : *4×10=40*

(a) পড়ন্ত বিকেলে মেঘলা আকাশের ছায়ার ঘরের মধ্যে প্রায় সন্ধ্যা নেমে এসেছে । বুতান তাই জানলার ধার ঘেঁসে বসে শেলেটে ছবি আঁকছে । শেলেটে ছবি আঁকতেই ভালোবাসে বুতান, অপছন্দ হওয়া মাত্রই ডাস্টার ঘষে বিলীন করে ফেলা যায় । আবার নতুন রেখা পড়ে ।

মাকে ঘরে ঢুকতেই তাকিয়ে দেখলো বুতান, আর চমকে উঠে বললো, মা ! তুমি এইমাত্তর আপিস থেকে এসেই আবার বেরোচ্ছ ?

তনিমা বললো, হ্যাঁরে, একটু ডাক্তারখানায় যেতে হবে ।

ডাক্তারখানায় ? কেন ? কার অসুখ করেছে ?

আরে বাবা অসুখ নয়, কদিন ধরে ভীষণ মাথা ধরছে, চোখটা একটু দেখাতে যেতে হবে ।

তোমার তো চশমা রয়েছে । নতুন সুন্দর চশমা ।

ওই তো ওইটাই ঠিক লাগছে না । তাই ডাক্তারবাবুকে বলতে যাচ্ছি ।

বারে আমি বুঝি একা পড়ে থাকবো ?

একা আবার কী ? মালতীমাসি রয়েছে না ?

ও তো পচা ।

এই ! চুপ ! খবরদার এসব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলবে না । তুমি মালতীমাসির কাছে দুখটা খেয়ে নিও । লক্ষ্মী হয়ে খাবে বুঝলে ? মালতীমাসি যেন তোমার নামে নিন্দে দিতে না পারে ।...

মার গলার স্বরটা মৃদু হয়ে আসে, দেখেছো তো আমি ফিরে এলেই মালতীমাসি তোমার নামে নিন্দে দেয় । বলে, 'খুকু দুধ ফেলে দিয়েছে !... খুকু ডিম খায়নি, ভেঙ্গে গেলাসের জলে গুলে দিয়েছে !... খুকু আমার একটাও কথা শোনেনি... ।'

'খুকু' সতেজে বলে, ওকে ছাড়িয়ে দিতে পারো না ?

এই ! আবার ! চুপ ! ছাড়িয়ে দিলে চলবে কী করে ? লোক পাওয়া যায় ? নইলে দিতে তো ইচ্ছে করে । দায়ে পড়েই রাখা ।

(b) মানুষ চেনা সত্যিই শক্ত

বোধহয় জগতের সব শক্ত কাজের সেরা শক্ত হচ্ছে মানুষ চেনা ! একটা মানুষকে দিনের পর দিন দীর্ঘদিন ধরে দেখেও জানতে পারা যায় না কী রয়েছে তার মনের গভীরে । তা না হলে সুনয়নীর মুখে এই কথা !

এতো নীচ আর নির্লজ্জ কথা উচ্চারণ করলেন সুনয়নী !

সুনয়নীর পেটের মেয়েরাই চমকে উঠল তাদের মায়ের কথা শুনে ! জ্ঞানাবধি যারা বোধহয় মার প্রতিটি নিঃশ্বাসেরও খবর জানে । সেই তাদের ভদ্র সভ্য সুরুচি সম্পন্ন উদার সুকুমারী মা ! হতে পারে একটা হঠাৎ ঝড়ের ঝাপটায় তাদের মার মুখের চেহারাটা অনেক বদলে গেছে । কপালের সেই সদা জ্বলজ্বলে মস্ত সিঁদুর টিপটির আর কোঁকড়া ধরনের চুলের ঠাস ভেদকবা সরু সিঁথির ওপরকার ঘন করে আঁকা সিঁদুরের রেখাটির অভাবে মাকে অন্য রকম দেখতে লাগছে, তো সে তো বহিরঙ্গে ! সমাজ ব্যবস্থার নিয়মের খেসারতে । তা, বলে ভেতরটা এভাবে বদলে যাবে ? না কি এইটিই মনের মধ্যে পোষা ছিল ? শুধু প্রিয়তোষের ভয়ে বাইরে আহ্লাদী ভাবটি দেখিয়ে ঘুরে বেড়াতেন ?

মুহূর্তের চিন্তা ।

বুলি আর বাবলি প্রায় এক যোগেই চমকে উঠে বলে উঠল, কী বলছ মা ? এই কথা বলতে যাব আমরা অলককাকুকে ?

সুনয়নী মেয়েদের এই চমকানিতে দমলো বলে মনে হল না । তেমনি ভাবেই বলল, ঠিক ওই ভাবেই না হোক অন্যভাবে একটু গুছিয়ে বলবি ।

কোনভাবেই বলা যায় না ! অসম্ভব ! ভাবাই যায় না ।

সুনয়নী শক্ত গলায় বললেন, তোমাদের পক্ষে অসম্ভব হলে আমাকেই সেই অসম্ভব কাজটা করতে হবে ।

ছোটমেয়ে বাবলি একটু কটকটে । সে বলে উঠল, কেন, বলতে হবেই বা কেন ? যেমন চলে আসছে, তেমনিই চলবে ।

(c) চোখের সামনে দিয়ে সাঁ করে একটা গাড়ি বেরিয়ে গেল ।... একটা ? একটা দুটো তিনটে চারটে ।... হাঁ করে তাকিয়ে দেখে মালতী । যেন এ রকম স্বর্গীয় দৃশ্য জীবনে দেখেনি ।...

দেখেনি । পুরো তিন তিনটে বছর দেখেনি মালতী রাস্তা, গাড়ি পথচলতি মানুষ ! ভাবতে গিয়ে বিশ্বাস হচ্ছে না । তিন তিনটে বছর মালতী তার জানা পৃথিবীর বাইবে একটা অদ্ভুত পৃথিবীতে কাটিয়েছে ।... আর এখন আরো অবাক লাগছে আবার সেই পুরনো পৃথিবীতে এসে দাঁড়িয়েছে ।... হঠাৎ নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখে নিল মালতী ঘটনাটা সত্যি না স্বপ্ন ।

কাল রাত্তিরেই সেই পাজিটা-মালতী জানে না তাকে কী বলে চিহ্নিত করতে হয় । সর্দার ! না কর্তা ? কে জানে । জানতে ইচ্ছেও হয়নি

কোনোদিন । মনে মনে তাকে মালতী 'পাজিটাই' বলে । তা, সে কাল রাত্তিরে খ্যাক খেকিয়ে হেসে বলেছিল, 'কাল সকালে তো তোর ছুটি হয়ে যাবে রে মালতী ।'

ছুটি । ছুটি হয়ে যাবে ! মালতী এই গারদ থেকে ছাড়া পাবে ? বিশ্বাস হয়নি ।... সারারাত ভয়ানক একটা 'যন্ত্রণা'র মত চিন্তার জেগে কাটিয়েছে । ঘুমাতে পারেনি । বারে বারে ভেবেছে পাজিটা তাকে খেপিয়ে মজা দেখতে অমন একটা 'সুখবর' দেয়নি তো ? মিছিমিছি করে ?

কাল সকালে মালতী যখন জিগ্যেস করবে, 'কই ছুটি হল ?' তখন ওই শেয়াল হাসিটা হাসবে ।... কিন্তু আজ সকালে সত্যি সত্যিই এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটলো । কে কোথা থেকে বিশ্রী একটা কর্কশ স্বরে বলে উঠলো মালতীমাসী...ঈ ঈ ছুট্‌টি !...

তারপর কার সঙ্গে কীভাবে জেলখানার মধ্যে থেকে বার হয়ে জেল গেট-এর বাইরে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়াল নিজেই বুঝে উঠতে পারল না । কেমন যেন আচ্ছন্নের মত চলে এল ।...

আসার আগে কয়েকটা চেনা মুখ দেখতে পেল । তাদের মুখে হতাশা । আবার হয়তো হিংসেও !... কিছু একটা বলে উঠল দু একজন, কিন্তু মালতী ঠিক বুঝতে পারল না । নিজেও কিছু বলতে গেল, তাও বলা হল না । সঙ্গে পাহারাদারটা গরু তাড়ানোর মত 'হেট হেট' করে ঠেলে বার করে নিয়ে এল !

(d) ওঃ ! কথার জাহাজ । বলি বয়েস তো হয়েছে, কাজকর্ম করিস না কেন কিছু ?

কানাই অবজ্ঞা ভরে বলেছিল, ওঃ কাজ । দেশসুদ্ধু সবাই আমার জন্যে 'কাজ' নিয়ে বসে আচে । দ্যাওনা একখান কাজ জুইটে । দেকি কত বাহাদুর ।

এই বাচালতা আর যার হোক নীহারকণার বৌমার সহ্য হয় না ।

সে এই জটলাকে উদ্দেশ করে অথবা আত্মগতভাবেই বলে ওঠে, সারারাত ধরেই এই মুক্তাঙ্গন নাটক চলবে নাকি ? আমার আর ধৈর্য নেই বাবা ! শুতে যাচ্ছি ।

বলে হাই তুলে নেমে যায় ।

পরক্ষপেই নাটকে যবনিকা পড়ে যায় । দেবু সন্তোষের সাহায্যে তড়িঘড়ি ছেলেটাকে সিঁড়ির তলার সেই ঘরটায় ঢুকিয়ে দিয়ে তালাবদ্ধ করে দিয়ে আসে । যে ঘরটায় একদা কয়লা ঢালা থাকতো বলে এখনো কয়লার ঘর নামেই চিহ্নিত ।

ঘরটায় এখন কী আছে ?

কী নেই ? কয়লা বাদে, সবই আছে অর্থাৎ সংসারের যাবতীয় ফালতু মাল । যে সব জিনিস কোনো কালেও কাজে লাগবে না অথচ, কোনো কালেও প্রাণ ধরে ফেলা হবে না । তবে ঘরটায় সব থেকে যেটা বেশি আছে সে হচ্ছে আরশোলা ।

সত্যব্রত একবার ক্ষীণ স্বরে বলেছিলেন, আরশোলায় রাতারাতি সাবাড় করে ফেলবে না তো ছেলেটাকে ?

দেবব্রত বলেছিল, তবে না হয়, আপনার ঘরেই নিয়ে গিয়ে শুতে দিন ।

বেহায়া সত্যব্রত এরপরও (অধিকতর ক্ষীণস্বরে অবশ্য) নীহারকণার কাছে আর্জি করেছিলেন, তিনদিন খায়নি না কি বলছিল, ঘরে কিছু নেইটেই ?

নীহারকণা ভস্ম করার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিলেন, কী ? ওকে এখন পিঁড়ি পেতে বসিয়ে খাওয়াতে হবে ? বলিহারি যাই । তিনদিন খায়নি । সেই কথা বিশ্বাস করলে তুমি ? খলের ছলের অভাব আছে ?

এই হচ্ছে গতরাত্রির ইতিহাস ।

আর সকালের ইতিহাস এই, সত্যব্রত তার পুত্রের কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, কানাইকে থানা পুলিশ না করে, পূর্বকালের মত ফাইফরমাসের কাজেই লাগিয়ে দেখা হোক !

দেবব্রতর চড়া গলার নিরীহ উক্তি, কী দেখবেন ? কোনো একদিন ওর সেই গ্যাংকে ডেকে এনে বাড়িসুদ্ধু খতম করে দিল কিনা ?

আর সন্তোষ ঝেড়ে জবাব দিল, ওটাকে রাখ লৈ আমায় ছাড়তে হবে দাদাবাবু । শেষে ওর অপকর্মে চোরের দায়ে পড়ে মরব ?

(e) পুরাতন ধলভূম, মানভূম, বরাভূম এবং সিংভূমের মধ্যবর্তী কিছু অঞ্চল নিয়ে 'পাতকম' অঞ্চল গড়ে উঠেছিল । বর্তমানে যা চান্ডিল, নিমডি, ইচাগড় এবং তামাড় অঞ্চলের ব্লকের মধ্যেই অবস্থিত । এই অঞ্চল মধ্যস্থ ১৫ টি মৌজায় প্রায় ৩৯০ টি গ্রাম 'পাতকম' অঞ্চল বলে পরিচিত ।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এই অঞ্চল শিল্পখনিজে অত্যন্ত ধনী এবং এখানকার লোক সংস্কৃতিও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর । বর্তমানে 'পাতকমের' যে লোককলা তার বেশীর ভাগ অঞ্চল সুবর্ণরেখা পরিযোজনায় জলে ডুবে যাচ্ছে এবং আমরা হারাতে বসেছি এক মহামূল্যবান লোকসম্পদ, যা যুগ পরম্পরায় নান্দনিক নিদর্শনের এক বিশিষ্ট দলিল ।

ঝাড়খন্ডের লোকশিল্প তার উৎকৃষ্টতা সম্পূর্ণ করে 'পাতকমে' এসে । এখানকার স্থানীয় মানুষ ও আদিবাসীদের জীবনচর্চায় ও চর্যায় এই লোকশিল্প অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে । দৈনন্দিন জীবনের প্রতি মুহূর্তের ঘটনা, প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে শুরু করে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি নিয়েই এই লোকশিল্প গড়ে উঠেছে নিরবধিকাল থেকে ।

লোকশিল্পের উৎসই হোল বিশেষ বিশেষ উৎসব, ঘটনার সৃষ্ট মুহূর্ত । মূলতঃ কৃষি ভিত্তিক ও বনজ সম্পদ এই পাতকমের অর্থনীতিকে প্রভাবান্বিত করেছে, আর লোকশিল্প তৃণমূল ভিত্তিক বলেই পাতকমের মানুষের বেঁচে থাকার সমস্ত উপকরণের মধ্যেই তাদের লোকশিল্প গড়ে উঠেছে । এর ভান্ডার তাই অনিঃশেষ এবং আদিম সরলতাই এর চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য ।

6. निम्नलिखित में से किसी ***एक*** का बांग्ला में अनुवाद कीजिए : *1×10=10*

(a) वाल्मीकि नगर में ठहरे हुए हम लोग जंगल में वे सब स्थल देख रहे थे जो हमें 'वाल्मीकि आश्रम' के नाम से दिखाए गए थे । उन्हें देखकर वही दोहरी प्रतिक्रिया हुई थी – एक तरफ तो यह कि दिखाए गए सारे अवशेष बहुत पुराने होंगे तो पूर्व-मध्यकाल के होंगे, उससे ज़्यादा पुराने नहीं हो सकते; दूसरी तरफ उतनी ही प्रबल यह प्रतीति कि ये स्थल तो निश्चय ही ऐसे हैं कि यहाँ कभी ऋषि का आश्रम रहा हो । न सही ये ही प्रस्तर-खंड और भग्नावशेष – पर स्थलों की अपनी भी तो रहस्यात्मक ऊर्जा होती है, जिसके कारण बार-बार उन्हीं स्थलों पर फिर दूसरे आश्रम और तीर्थ और मन्दिर बनते हैं... अपने दल के साथ इस प्रस्तावित वाल्मीकि आश्रम की सैर करके मन-ही-मन तय किया कि अगले दिन बड़े सवेरे अकेले निकलकर आएँगे और हो सका तो मनोयोग करके अपने को उन ऊर्जा स्रोतों से जोड़ेंगे । मन में कहीं ऐसा विश्वास तो था ही (और अब भी है) कि ऐसे किसी स्थल पर से गुज़रूँगा, तो ज़रूर उसकी ऊर्जा-रेखाओं के जाल में प्रवेश करने का बोध मुझे हो जाएगा...

अगले दिन बड़े सवेरे अकेले ही फिर उधर को निकल आया । कुछ कोहरा था, सूर्योदय अभी नहीं हुआ था, लेकिन भोर का प्रकाश कोहरे को ही एक निरन्तर बदलते हुए रहस्यमय छायाचित्र का रूप दे रहा था, बल्कि रह-रहकर मुझे सन्देह हो आता था कि कहीं मैं भटक तो नहीं गया हूँ ? अपने जाने तो उसी परिचित रास्ते से आया था, पर सब कुछ नया ही जान पड़ रहा था ।

(b) तभी उसे कमला सड़क पर आती नजर आई थी और उस पर आँख पड़ते ही उसका दिल भर आया था । पत्नी को घर के अंदर देखना एक बात है, और उसे सड़क पर अकेले चुपचाप चलते हुए देखना बिल्कुल दूसरी बात । तब उसके प्रति अपनेपन की भावना अधिक जागती है । तब उसमें स्त्री सुलभ कमनीयता भी होती है और अपनत्व का भाव भी । तभी अर्जुनदास को इस बात का भी आभास हुआ कि उसकी पत्नी को उसके साथ रहते हुए बहुत कुछ सहना पड़ा है कि वह उसे कोई भी सुख–सुविधा नहीं दे पाया । कमला के प्रति भावना का ज्वार-सा उसके अंदर उठा था ।

जब कमला अंदर पहुँची, हाथ-मुँह धोए, दो घूँट पानी पिया और दुपट्टे से हाथ-मुँह पोंछती हुई उसके पास आकर बैठी तो उसने बात चलाई ।

सरकार की तरफ से चिट्ठी आई है ।

तुम्हें ? उसने तनिक हैरानी से पूछा ।

हाँ, मुझे ।

क्या लिखा है ?

बुलाया है ।

तुम्हें बुलाया है ? सरकार को तुम्हारी क्या ज़रूरत पड़ गई ?

आज़ादी की वर्षगाँठ है, बहुत-से लोगों को बुलाया है राजधानी में, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था ।

वहाँ तुम लोगों का अचार डालेंगे क्या ? और कमला हँस दी थी ।

कमला की लापरवाही-सी हँसी को लेकर अर्जुनदास को तनिक झेंप हुई थी । वह स्वयं सारा वक्त सरकार की आलोचना करने लगा था, पर यह पत्र मिलने पर उसे अपनी विशिष्टता का कुछ-कुछ भास होने लगा था ।

जाओगे ?

हाँ, जाएँगे, क्यों नहीं, जाएँगे ? आज़ादी की सालगिरह है । फिर फॉर्म की ओर इशारा करते हुए बोला, यह फॉर्म भेजा है । और फॉर्म कमला की ओर बढ़ा दिया ।